পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৬	৩	৩	-	৩	৩	২০% ১৫০%	৩	৫.৬৪% ১৭%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০৬টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

(ক) Prodoc স্বাক্ষর ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভ ও অর্থছাড়ে প্রায় ০১(এক) বছর বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়;

(খ) **বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়;**

(গ) UNDP হতে অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব ও ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ ও সময় বৃদ্ধি করা হয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	
৩.১ প্রকল্পের আওতায় ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৮৪৫৩৬ লক্ষ ছায়াদানকারী গাছের চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। PCR এর তথ্যমতে ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৬১৫১২টি গাছের (৩৩ শতাংশ) বনায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। শতভাগ অর্থ ব্যয় করে ৭৭% কম বনায়নের ফলে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়েছে;	৩.১ শতভাগ অর্থ ব্যয়ে কম বনায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
৩.২ সরেজমিনে যে কয়টি বাঁশ বাগান ও বেত বাগান পরিদর্শণ করা হয় তাদের মধ্যে টাঙ্গাইল জেলায় বেত বাগান ও গাজীপুর জেলায় বাঁশ বাগানের বৃদ্ধি ভাল পরিলক্ষিত হয়নি। চারাগুলো রোপন করার পর থেকে কোন পরিচর্যা হয়েছে বলে মনে হয়নি। গাজীপুরে বাঁশ ও টাঙ্গাইলে বেত বাগানের কিছু কিছু চারা মৃতও পরিলক্ষিত হয়। পানি দেয়া এবং সঠিক পরিচর্যার অভাবে এমনটা হয়েছে। অপরদিকে নওগাঁ জেলায় সৃজিত বাঁশ বাগানের অবস্থা সন্তোষজনক	৩.২ মৃত চারার স্থানে নতুন চারা রোপন এবং সঠিক পরিচর্যার জন্য স্থানীয় বন বিভাগকে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিতে পারে;
৩.৩ প্রকল্পের External Audit সম্পাদন করা হয়নি।	৩.৩ প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করতঃ প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	
৩.৫ স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মাঝে চুক্তিপত্র বিতরণ করা হয়নি;	৩.৫ স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মালিকানা নিশ্চিত করার নিমিত্ত অনতিবিলম্বে চুক্তিপত্র বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৩.৭ স্থানীয় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও তাদের কোন ডাটা বেইজ তৈরী হয়নি। ফলে সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্য সংম্বলিত ডাটা বেইজ না থাকায় এর সত্যতা যাচাই করা যায়নি; এবং	৩.৬ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ডাটা বেইজ (নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নং ও ছবিসহ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার website এ সংযোজন করতে হবে;

<table>
<tr><th colspan="2">রিষ্টোরেশন এ্যান্ড কনজারভেশন অব বায়োডাইভারসিটি ইন দি ডিনিউডেড হিলস অব সীতাকুন্ড, মীরেরশ্বরাই, বাঁশখালী, ইনানী ফরেষ্ট এরিয়া, বারিন্দ, ধামুইরহাট সাল ফরেষ্ট এ্যান্ড সিংড়া সাল ফরেষ্ট প্রকল্প</th></tr>
<tr><td>৩.৮ পিসিআর'র পৃষ্ঠা ২ এর ৯.২ অনুচ্ছেদে প্রকৃত আর্থিক খরচ দেখানো হয়েছে ১২৫০.৪৪ লক্ষ টাকা। পৃষ্ঠা ৩ এর অনুচ্ছেদ ৫ এ অঙ্গভিত্তিক বিবরণে মোট প্রকৃত বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে ১২২৫.৪৪ লক্ষ টাকা। অপর দিকে পিসিআর'র পৃষ্ঠা ৬ এ প্রকৃত আর্থিক বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে ১২৬৩.২৪ লক্ষ টাকা। এমতাবস্থায় প্রকল্পটির প্রকৃত আর্থিক বাস্তবায়ন নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;</td><td>৩.৮ বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক আর্থিক বিবরণীর ভূল তথ্য প্রেরণের জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্টদের দায় দায়িত্ব নিরূপন করে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;</td></tr>
<tr><th colspan="2">ফেজ আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফেকচারিং অব মিটারড ডোজ ইনহেলার ইন বাংলাদেশ প্রকল্প</th></tr>
<tr><td>৩.১০ প্রকল্পের মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১৩। কিন্তু Prodoc স্বাক্ষর ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ে প্রায় ১ বছর ৬ মাস বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয়;</td><td>৩.১০আন্তর্জাতিক প্রটোকল/কনভেনশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ-কে সচেস্ট হতে হবে;</td></tr>
<tr><th colspan="2">কনভার্সন ফ্রম এইচসিএফসি-১৪১বি টু সাইক্লোপেনটেইন টেকনোলজি ইন দি ম্যানুফ্যাকচার অব ইনস্যুলেশন ফোম ইন ডমেস্টিক রেফ্রিজারেটরস এট ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ</th></tr>
<tr><td>৩.৯ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩। কিন্তু Prodoc স্বাক্ষর ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভ ও অর্থছাড়ে প্রায় ০১(এক) বছর বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয়।</td><td>৩.৯ ভবিষ্যতে দাতা সংস্থার অনুদানে কোন প্রকল্প গ্রহন করা হলে সে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরকে আরো সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।</td></tr>
</table>

বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)
প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** t **বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)**

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** t বন অধিদপ্তর

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** t পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** t সমগ্র বাংলাদেশ

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** t

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮৬৫.০০	১৯১০.০০	১৭১৮.৭৭	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	-	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়নঃ প্রকল্পেরঅঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি: পরিশিষ্ট "ক"**

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় , ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজের শতভাগ বাস্তবায়ন হয়নি|

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** বাংলাদেশে বাঁশ, বেত ও মূর্তা অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রামীন অর্থনীতিতে এ বনজ সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পল্লী এলাকার প্রায় ৯০% জনগণ ঘরবাড়ী নির্মাণ, গৃহ সামগ্রী, ঘরের বেড়া তৈরী এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে থকে। কাগজ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। কুটির শিল্প একটি শ্রম ঘন শিল্প বিধায় পল্লী অঞ্চলে এ শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজনের সুযোগ রয়েছে। এ শিল্পে বাঁশ, বেত ও মূর্তার ব্যবহার ব্যাপক বিধায় এর মাধ্যমে গ্রামীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখা সহজতর হবে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বাঁশ, বেত ও মূর্তার বাগান উন্নয়ন'' নামে একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ হেক্টর ভূমিতে বাঁশ, ৬০০০ হেক্টর ভূমিতে বেত এবং ৩০০ হেক্টর ভূমিতে মূর্তা বাগান সৃজন করা হয়েছে। কালের পরিক্রমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ বনজ সম্পদের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বাস্তবে এ সম্পদের চাহিদা সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী। ফলশ্রুতিতে এ বনজ সম্পদের মজুদের ভিত্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এ বনজ সম্পদ উন্নয়নে কর্মসূচী/কর্মকান্ড গ্রহণ অপরিহার্য বলে বন অধিদপ্তর মনে করে। তাছাড়া, সম্প্রতি বন অধিদপ্তর কর্তৃক এটা স্বীকৃত যে, বনায়নে জনগ ণের সম্পৃক্ততা বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বনায়ন সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে পারে। বন নীতিতেও বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। উল্লিখিত দিকগুলো বিবেচনা করে বাঁশ, বেত ও মূর্তার উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ''বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন;
(খ) জনসাধারণের মাঝে কঞ্চি কলমকে জনপ্রিয় করে তোলা;
(গ) কাগজ ও কুটির শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা;
(ঘ) পল্লী জনগণের নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্রের চাহিদা পূরণ;
(ঙ) তৃণমূল পর্যায়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ;
(চ) সকল প্রান্তিক, অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
(ছ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং
(জ) বাঁশ, বেত ও মূর্তা রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) প্রকল্পের আওতায় ৪,০০০ হেক্টর জমিতে বাঁশ বাগান সৃজন;
(খ) ৩০০০ হেক্টর জমিতে বেত বাগান সৃজন;
(গ) ৪০০ হেক্টর জমিতে মূর্তা বাগান সৃজন;
(ঘ) জনগণের মাঝে ৩০ লক্ষ চারা সরবরাহ;
(ঙ) ১৫০০ বেসরকারী নার্সারী মালিককে প্রশিক্ষ ণের ব্যবস্থা করণ; এবং
(চ) ২০০০ জন বাগান সৃজনে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৯.৪। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটি ২৯/০৯/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৮৬৫.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে বাঁশ ও বেতের চারার মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ৩০/০৯/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পটির ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পটির ব্যয় ১৮৬৫.৬৯ লক্ষ টাকা হতে ২.৩৭% বৃদ্ধিপূর্বক ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণের সুপারিশ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ০৬/১২/২০১০ তারিখে অনুমোদন লাভ করে।

৯.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	১৩১.০০	১৩১.০০	-	১৩১.০০	১১৯.৪৩	১১৯.৪৩	-
২০১০-২০১১	৪২৬.০০	৪২৬.০০	-	৪২৬.০০	৩৯৪.৬৭	৩৯৪.৬৭	-
২০১১-২০১২	৪৭০.০০	৪৭০.০০	-	৪৭০.০০	৪৬৬.২৪	৪৬৬.২৪	-
২০১২-২০১৩	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৩৯২.৬৭	৩৯২.৬৭৭	-
২০১৩-২০১৪	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	৩৫০.০০	৩৪৫.৭৪	৩৪৫.৭৪	-
মোট =	১৭৭৭.০০	১৭৭৭.০০	-	১৭৭৭.০০	১৭১৮.৭৭	১৭১৮.৭৭	-

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** t প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য ২৮/০২/২০১৫ এবং১৫/০৪/২০১৫ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন; এবং

- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব মোঃ জহির হোসেন খন্দকার বন সংরক্ষক	পূর্ণকালীন	০৬/১২/২০০৯ হতে ২২/৯/২০১০ পর্যন্ত
২। জনাব হারাধন বণিক বন সংরক্ষক	পূর্ণকালীন	২২/০৯/২০১০ হতে ১৫/০৪/২০১৩ পর্যন্ত
৩। জনাব মোঃ শফিউল আলম বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	১৫/০৪/২০১৩ হতে প্রকল্প জুন, ২০১৪ পর্যন্ত।

১০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত **বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)** শীর্ষক প্রকল্পটির মূল কাজ ছিল সমগ্র দেশব্যাপী ৩২৮৮ হেক্টর জমিতে বাঁশ বাগান সৃজন করা। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪৯৬টি বাঁশের চারা লাগানোর পরিকল্পনা ছিল। সে অনুযায়ী মোট ১৬.২৪ লক্ষ বাশেঁর চারা দেশব্যাপী লাগানো হয়েছে যা পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়। এ ছাড়াও ৩০০০ হেক্টর জমিতে বেত বাগান, ৪০০ হেক্টর জমিতে মূর্তা বাগান সৃজন করা হয়েছে। পিসিআর পর্যালোচনা পূর্বক সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রনয়ণের নিমিত্ত ২৮/০২/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের গাজীপুর ও টাঙ্গাইল এবং ১৫/০৪/১৫ তারিখে নওগাঁ জেলায় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শণ পর্যবেক্ষণ ও উল্লেখযোগ্য অঙ্গের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১০.১। বাঁশ বাগান সৃজনঃ (টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলা)

অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলন অনুযায়ী ৩২৮৮ হেক্টর জমিতে ৩৮৭.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁশ বাগান সৃজনের পরিকল্পনা ছিল। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৩৮৭.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২৮৮ হেক্টর জমিতে বাঁশ বাগান সৃজন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার কয়েকটি উপজেলায় মোট ৩০ হেক্টর বাঁশ বাগান সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত বাঁশ বাগানগুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ১০-১২ ফিট। স্থানে স্থানে অনেক বাশেঁর চারা মারা গেছে। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলায় শ্রীপুর থানায় শ্রীপুর ফরেষ্ট রেঞ্জ এ ১০ হেক্টর বাঁশ বাগান পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় পরিচর্যার অভাবে এ বন বিভাগের বাঁশ বাগানগুলোর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হচ্ছে।

১০.২ বাঁশ বাগান সৃজন (নওগাঁ অংশ)

প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলায় ধামইরহাট উপজেলায় পাইবান্দা রেঞ্জে সৃজিত বাঁশ বাগানের মধ্যে ২০ একর বাঁশ বাগান পরিদর্শন করা হয়। বাগান পরিদর্শন কালে দেখা যায়, কঞ্চি কলমের চারা রোপন করে বাঁশ বাগান সৃজন করা হয়েছে। একটি কঞ্চি কলম থেকে গড়ে ১৫ থেকে ২০টি বাঁশের কোড়ল গজিয়ে বাঁশের ঝাড় তৈরি হয়েছে। প্রতিটি বাঁশের ঝোপে ১২ থেকে ২০ ফিট উচ্চতার বাঁশ পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সাথে বাগান সৃজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এসব বাঁশ বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণে করা স্থানীয় বন বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তারা নিয়মিত এসব বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন বলে জানা যায়। সামাজিক বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী তারা সৃজিত এ বাঁশ বাগানের মালিকানার অংশীদার হলেও চুক্তির কপি এখনও পাননি। ফলে তাদের মাঝে এক ধরণের অসন্তোষ বিরাজ করছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, উপজেলা বন উন্নয়ন কমিটি অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুত চুক্তি পত্রের কপি সুবিধাভোগীদের দেওয়া হবে।

১০.৩। বেত বাগান সৃজনঃ(টাঙ্গাইল জেলা)

প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ৩৩০.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০০০ হেক্টর জমিতে বেত বাগান সৃজন করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলায় মোট ১৬০ হেক্টর জমিতে বেত বাগান সৃজন করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি বাগান পরিদর্শণ করা হয়। সৃজিত বাগানে বেতের চারার বৃদ্ধি খুব ভাল দেখা যায়নি। শাল বনে সৃজিত বেত বাগান যথার্থভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বেত মূলত ছায়া পছন্দ প্রজাতির গাছ। শাল বাগান থেকে ক্রমান্বয়ে শালপাতা ঝড়ার ফলে বেত বাগানে বেত গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে ।তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় যে, ছায়াদানকারী বৃক্ষের চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার বিপরীতে এ বন বিভাগে কোন ছায়াদানকারী বৃক্ষের বাগান দেখা যায়নি।

১০.৪। **বৃক্ষ রোপনঃ**

বাঁশ বেত ও মূর্তা বাগান সৃজনের পাশাপাশি ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫ শত টি ছায়াদানকারী বৃক্ষের চারা রোপনের সংস্থান ছিল। পিসি আর পর্যালোচনা করে দেখা যায় শতভাগ অর্থ ব্যয় করে ৬১ হাজার ৫শত ১১টি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। শতভাগ অর্থ ব্যয় করে ৬৭% শতাংশ কম চারার বাগান সৃজনের বিষয়ে পিসিআরএ কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। প্রকল্পের টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে বাঁশ বাগান ও বেত বাগান দেখা যায়। অত্র বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান, তারা বাঁশ ও বেত বাগান সৃজনের নিমিত্ত বরাদ্দ পেয়েনে।ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষের জন্য কোন বরাদ্দ তারা পাননি। সে কারণে উল্লেখিত বন বিভাগ দুটিতে এ ধরণের কোন বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্পের এ অংগের শতভাগ বাস্তবায়ন না হওয়াই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়।

১০.৫। **প্রশিক্ষণঃ**

অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে ১১.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০০ জন বাগান সৃজনে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সংস্থান ছিল। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় ৯.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাগান সৃজনে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তবে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট কতজনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার কোন তথ্য PCR উল্লেখ করা হয়নি।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত **বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন**	**অর্জিত** **লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন করা হয়েছে**
জনসাধারণের মাঝে কঞ্চি কলমকে জনপ্রিয় করে তোলা।	বাঁশ বাগান সৃজনের নিমিত্ত কঞ্চি কলমকে জনপ্রিয় করা হয়েছে।
কাগজ ও কুটির শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা।	এসব বাঁশ বাজারে বিক্রি হবে ফলে কুটির শিল্পের কাঁচামাল নিশ্চিত হবে।
পল্লী জনগণের নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্রের চাহিদা পূরণ।	বেত ও মূর্তা দ্বারা পল্লী জনগণের চাহিদা পূরণ হচ্ছে।
তৃণমূল পর্যায়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ।	তৃণমূল পর্যায়ে আংশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
সকল প্রান্তিক, অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজনের ফলে সকল প্রান্তিক, অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমির ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।
মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং	বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজনের ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
বাঁশ, বেত ও মূর্তা রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা।	বাঁশ, বেত ও মূর্তা দিয়ে তৈরী বিভিন্ন জিনিষপত্র ও শো পিস বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

১৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৩.১। প্রকল্পের আওতায় ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৮৪৫৩৬ লক্ষ ছায়াদানকারী গাছের চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। PCR এর তথ্যমতে ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৬১৫১২টি গাছের (৩৩ শতাংশ) বনায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। শতভাগ অর্থ ব্যয় করে ৭৭% কম বনায়নের ফলে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়েছে;

১৩.২। সরেজমিনে যে কয়টি বাঁশ বাগান ও বেত বাগান পরিদর্শণ করা হয় তাদের মধ্যে টাঙ্গাইল জেলায় বেত বাগান ও গাজীপুর জেলায় বাঁশ বাগানের বৃদ্ধি ভাল পরিলক্ষিত হয়নি। চারাগুলো রোপন করার পর থেকে কোন পরিচর্যা হয়েছে বলে মনে হয়নি। গাজীপুরে বাঁশ ও টাঙ্গাইলে বেত বাগানের কিছু কিছু চারা মৃতও পরিলক্ষিত হয়। পানি দেয়া এবং সঠিক পরিচর্যার অভাবে এমনটা হয়েছে। অপরদিকে নওগাঁ জেলায় সৃজিত বাঁশ বাগানের অবস্থা সন্তোষজনক;

১৩.৩। প্রকল্পের আওতায় ২০০০ জন স্থানীয় অংশগ্রহণকারী এবং ১২০০ জন বেসরকারী নার্সারী মালিকদের বাগান সৃজন ও নার্সারী সৃজনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ থাকলেও টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের কোন তথ্য ডাটা বেইজ পাওয়া যায়নি। তবে নওগাঁ জেলায় বাঁশ বাগান সৃজনে স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা পরিদর্শন কালে দেখা যায়;

১৩.৪। প্রকল্পের External Audit সম্পাদন করা হয়নি।

১৪। সুপারিশঃ

১৪.১। শতভাগ অর্থ ব্যয়ে কম বনায়নের বিষয়টি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৪.২। মৃত চারার স্থানে নতুন চারা রোপন এবং সঠিক পরিচর্যার জন্য স্থানীয় বন বিভাগকে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিতে পারে;

১৪.৩। টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় স্থানীয় নার্সারী মালিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান না করার বিষয়টি বন বিভাগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে;

১৪.৪। প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করতঃ প্রতিবেদনের কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** ঃ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বন অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়

৪। প্রকল্পের এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
মোট জিওবি পার্টিসিপেন্টস কন্ট্রিবিউশন/ ট্রি ফার্মিং		মোট জিওবি পার্টিসিপেন্টস কন্ট্রিবিউশন/ ট্রি ফার্মিং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৯৬৮.১৪ ৫২৩৪.৭৮ ৫৭৩৩.৩৬	-	৫৩১৩.২৮ ৪৭৪৯.০৪ ৫৬৪.২৩৫	মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত	-	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত।	-	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি মোট ৫২৩৪.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি), ৫৭৩৩.৩৬ লক্ষ টাকা (পার্টিসিপেন্টস কন্ট্রিবিউশন ও ট্রি ফার্মিং ফান্ড) ব্যয়ে অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ জিওবি ও পার্টিসিপেন্টসকন্ট্রিবিউশন এবং ট্রি ফার্মিং ফান্ড পরিশিষ্ট "ক"**

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় , ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** বিশ্বব্যাপী ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে । বাংলাদেশের সীমিত ভূমি এবং বিপুল জনসংখ্যার কারণে বনজ সম্পদের পরিমান ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমানে হ্রাস পেয়েছে । দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একদিকে বনজ সম্পদের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে অব্যাহতভাবে বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে । বাংলাদেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতের সাথে বনজ সম্পদের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে । এ কারণে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সম্পদ সৃজন ও যথার্থ ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। বনজ সম্পদের বর্ধিত চাহিদা মিটানো এবং এর ধ্বংস রোধকল্পে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়েছে । এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশব্যাপী বনায়ন কর্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(১) দেশের সামগ্রিক বনজ সম্পদ বৃদ্ধি;

(২) বনজ সম্পদ ক্ষয়রোধ করা;

(৩) দেশের বনজ সম্পদ উন্নয়ন/সৃষ্টিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

(৪) গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ;

(৫) ভূমির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রান্তিক ও পতিত ভূমি বনায়নের আওতায় আনয়ন; এবং

(৬) দেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এর টেকসই হওয়া নিশ্চিত করা।

৯.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটি ২৩ মার্চ ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদন আদেশ জারির তারিখ ২১ জুন ২০১০ । প্রকল্পের মোট ব্যয় ১০৯৬৮.১৪ ল ক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৫২৩৪.৭৮ লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীদের অবদান ৫৭৩৩.৩৬ লক্ষ টাকা । গত ১২/৭/২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

৯.৪। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ জিওবি অংশ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	০	০	-	০	০	০	-
২০১০-২০১১	৯১৫.০০	৯১৫.০০	-	৯১৪.৯৯	৮৯৫.৫৫	৮৯৫.৫৫	-
২০১১-২০১২	১৬০৬.০	১৬০৬.০০	-	১৬০৬.০০	১৬০১.৯৩	১৬০১.৯৩	-
২০১২-২০১৩	১৬৫৫.০০	১৬৫৫.০০	-	১৬৫৫.০০	১৬৫৩.৩২	১৬৫৩.৩২	-
২০১৩-২০১৪	৬১২.০০	৬১২.০০	-	৫৯৮.৩৬	৫৯৭.৯০	৫৯৭.৯০	-
মোট =	৪৭৮৮.০০	৪৭৮৮.০০	-	৪৭৭৪.৩৫	৪৭৪৯.০৪	৪৭৪৯.০৪	-

৯.৫। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ পার্টিসিপেন্টস কন্ট্রিবিউশন ও ট্রি ফার্মিং ফান্ড**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	৩৪৮.৮৪	৩৪৮.৮৪	-	০	০	০	-
২০১০-২০১১	১১৩৪.৫৮	১১৩৪.৫৮	-		৩৮.১৯	৩৮.১৯	-
২০১১-২০১২	১৯৬০.৮৩	১৯৬০.৮৩	-		১৫৪.৭৩	১৫৪.৭৩	-
২০১২-২০১৩	১৮২৫.৫৯	১৮২৫.৫৯	-		২৬৫.৪০	২৬৫.৪০	-
২০১৩-২০১৪	৪৬৩.৫১	৪৬৩.৫১	-		১০৫.৮৯	১০৫.৮৯	-
মোট =	৫৭৩৩.৩৬	৫৭৩৩.৩৬	-		৫৬৪.২৩	৫৬৪.২৩	-

৯.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** t প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য যথাক্রমে ১৫/০৪/২০১৫ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব মোঃ ইউনুছ আলী প্রধান বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	১৯/০৯/২০১০ হতে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত।

১০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

সামাজিক বন বিভাগ, বগুড়া কর্তৃক "সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক বন বিভাগ বগুড়া কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদিতে দেখা যায় উক্ত বন বিভাগের ২(দুই)টি জেলায় বগুড়া ও জয়পুর হাট প্রকল্পের আওতায় স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে ২০২কিঃমিঃ। বিভিন্ন প্রজাতির মোট চারার সংখ্যা ২ লক্ষ। স্ট্রীপ বাগান সৃজনে প্রতি সিডলিং কিঃমিঃ -এ এক হাজার চারা রোপণ করা হয়েছে।

এছাড়া প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণ হিসেবে মোট নির্বাচিত ১৮০০ জনকে ৩ (তিন) দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জন সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচার প্রকাশানার নিমিত্ত যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা হ 'ল ব্যানার তৈরী, সাইনবোর্ড তৈরী, নোট বই ছাপানো, তথ্যচিত্র প্রকাশ এবং পত্রিকায় প্রচার ।

১০.১। বগুড়া জেলার ধুনট ও সারিয়াকান্দি উপজেলার জগতি চুনিয়াপাড়া হতে ধুনটের শেষ সীমা পর্যন্ত ১০.০ কিঃমিঃ বাধ বাগান, এবং দড়িপাড়া হতে সারিয়াকান্দি শেষ সীমা পর্যন্ত ১০.০০ কিঃমিঃ বাধ বাগান সৃজনের কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত বাগানে নানা প্রজাতির গাছের চারা লক্ষ্য করা যায়।

তার মধ্যে আকাশমনি, ইপিলইপিল, বাবলা, শিশু, অর্জুন, নিম, জারুল, বকাইন, কাঁঠাল, আম, হরিতকি, মেহগণী উল্লেখযোগ্য। পরিদর্শিত অধিকাংশ বাগানের গাছের গড় বৃদ্ধি সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে অনেক বাগানের Starting & Ending এ কোন গাছ দেখা যায়নি। বেশ কিছু স্থান জুড়ে Gap পরিলক্ষিত হয়েছে। সরজমিনে পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান **Starting & Ending Point এ জনগণের অবাধ যাতায়াতের রাস্তা সংযোগের কারণে বাগানের এ অংশটুকু নষ্ট হয়েছে। DFO এবং ACF মহোদয় উপস্থিত থেকে Gap গুলো দ্রুত পুরণের আশ্বাস দেন।** তাছাড়া অনেক স্থানে সৃজিত বাগানগুলোর বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ডের অবস্থান পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় সুবিধাভোগীরা জানান যে, ঝড়ের সময় কয়েকটি কয়েকটি সাইনবোর্ড নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করলে, অনতিবিলম্বে যথাস্থানে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপনের নিশ্চয়তা দেন।

১০.২। প্রকল্পের চুক্তিপত্র অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচনপূর্বক সামাজিক বনায়ন বিধিমালা /২০০৪ এর বিধি-২৪ এর ভিত্তিতে বন বিভাগের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। উপকারভোগীগণ আগাছা বাছাই, দো-ডালা কাটা, ডাল পালা ছাটাই, গাছ চুরি রোধ এবং বাগান রক্ষনাবেক্ষন করবেন এবং এজন্য তারা বনায়ন থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটা অংশ পাবেন। বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী উপকার ভোগী ৫৫%, টি ফার্মিং ফান্ড ১০%, ভুমি মালিক সংস্থা ২০%, বন অধিদপ্তর ১০%, ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা ৫% পাবে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জাননো হয়, উপকারভোগীদের তালিকা তৈরী করে তা জেলা/উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটিতে পাঠানো হয়ে ছে । অনতিবিলম্বে উপকারভোগীদের চুক্তিপত্র দেওয়া হবে। চুক্তিপত্র না পাওয়ায় সুবিধাভোগীদের মাঝে মালিকানা সৃষ্টি হয়নি।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
দেশের সামগ্রিক বনজ সম্পদ বৃদ্ধি;	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের সামগ্রিক বনজ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রকল্পের পরিকল্পিত কাজগুলো বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যমাত্রা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।
বনজ সম্পদ ক্ষয়রোধ করা;	বনজ সম্পদ ক্ষয়রোধ হচ্ছে।	
দেশের বনজ সম্পদ উন্নয়ন/সৃষ্টিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	
গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ;	সুবিধাভোগীদের আর্থিক লভ্যাংশ পাওয়ার নিমিত্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ হচ্ছে।	
ভূমির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রান্তিক ও পতিত ভূমি বনায়নের আওতায় আনয়ন;	সকল প্রান্তিক ও পতিত ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে।	
দেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এর টেকসই হওয়া নিশ্চিত করা।	দেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কাজটি চলমান আছে।	

১৩। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১। সরজমিনে পরিদর্শনকালে কয়েকটি বাগানের Starting & Ending এ Gap পরিলক্ষিত হয়েছে। কিছু কিছু বাগানের মধ্যস্থানেও অল্প বিস্তর খালি জায়গা পরিলক্ষিত হয়ছে। ফলে সৃজিত বাগান থেকে শতভাগ সুবিধা পাওয়া যাবে না;

১৩.২। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মাঝে চুক্তিপত্র বিতরণ করা হয়নি;

১৩.৩। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও তাদের কোন ডাটা বেইজ তৈরী হয়নি। ফলে সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্য সংম্বলিত ডাটা বেইজ না থাকায় এর সত্যতা যাচাই করা যায়নি; এবং

১৩.৪। প্রকল্পের External Audit সম্পাদন করা হয়নি।

১৪। **সুপারিশঃ**

১৪.১। Starting & Ending Gap এ দ্রুত চারা রোপণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ বাগানের মধ্যস্থানেও যে সমস্ত খালি জায়গা রয়েছে সেখানে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চারা রোপণ করে সৃজিত বাগান থেকে শতভাগ সুবিধা পাওয়ার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৪.২। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মালিকানা নিশ্চিত করার নিমিত্ত অনতিবিলম্বে চুক্তিপত্র বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৪.৩। প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করতে হবে;

১৪.৪। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ডাটা বেইজ (নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নং ও ছবিসহ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার website এ সংযোজন করতে হবে; এবং

১৪.৫। ১৪.১ থেকে ১৪.৪ এ বর্ণিত বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আগামী ০১ মাসের মধ্যে IMED কে জানাতে হবে।

রিষ্টোরেশন এ্যান্ড কনজারভেশন অব বায়োডাইভারসিটি ইন দি ডিনিউডেড হিলস অব সীতাকুন্ড, মীরেরশ্বরাই, বাঁশখালী, ইনানী ফরেষ্ট এরিয়া, বারিন্দ, ধামুইরহাট সাল ফরেষ্ট এ্যান্ড সিংড়া সাল ফরেষ্ট

প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** ঃ রিষ্টোরেশন এ্যান্ড কনজারভেশন অব বায়োডাইভারসিটি ইন দি ডিনিউডেড হিলস অব সীতাকুন্ড, মীরেরশ্বরাই, বাঁশখালী, ইনানী ফরেষ্ট এরিয়া, বারিন্দ, ধামুইরহাট সাল ফরেষ্ট এ্যান্ড সিংড়া সাল ফরেষ্ট

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ বন অধিদপ্তর

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** ঃ ধামুরহাট (রাজশাহী), সিংড়া (দিনাজপুর) বাঁশখালী, সীতাকুন্ড (চট্টগ্রাম) এবং ইনানী (কক্সবাজার)।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩০০.৫৮	১৩৩৮.৯৫	১২৫০.৪৪	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত	জুন ২০১২ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত	-	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি মোট ১৩৩৮.৯৫ লক্ষ টাকা, (জিওবি ২৩০.২৫ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১১০৮.৭০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট "ক"**

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় , ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কৃষি বাণিজ্য সংক্রান্ত ঋণ মওকুফের বিষয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে ১২/০৯/২০০০ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ট্রপিক্যাল ফরেষ্ট সম্পদের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন অধিদপ্তরকে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর এবং আরন্যক ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বন অধিদপ্তর, ফলজ সম্পদ ব্যবহারকারী এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে বিদ্যমান বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করাই উক্ত সমঝোতা স্মারকের মূল প্রতিপাদ্য। এ প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তর, এনজিও এবং সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় "ইনানী রক্ষিত বন এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা", বাঁশখালীর ন্যাড়া পাহাড়ের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার", "সীতাকুন্ড ও মিরশরাই এর ন্যাড়া পাহাড়ের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার" "ধামুইরহাট (নওগাঁ) সাল বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার", এবং সিংড়া (ঠাকুরগাঁও) সাল বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরন্যক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়।উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(১) ইনানী রক্ষিত বন এলাকা, সীতাকুন্ড, মিরশরাই ও বাঁশখালী এলাকার বন ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা;

(২) বিদ্যমান বরেন্দ্র এলাকার ধামুইরহাট এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সিংড়া সাল বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা;

(৩) বন এলাকার দরিদ্র জনগণের জীবিকা উন্নয়ন এবং তাদের জন্য কাঠের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা করা;

(৪) ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯.৩। প্রকল্পের মুল কার্যক্রমঃ

(১) বন্য প্রাণীর আবাসস্থল পুনর্বাসন/পুনরুদ্ধার (১০৬৪ হেক্টর);

(২) সমৃদ্ধকরণ বনায়ন (৫৪৫ হেক্টর);

(৩) প্রকৃতি পুনঃসৃজন (৩৫০ হেক্টর);

(৪) উডলট বনায়ন (২৫২.২৫ হেক্টর);

(৫) কৃষি বনায়ন (২১৫ হেক্টর);

(৬) স্থানীয় প্রশিক্ষণ; এবং

(৭) যন্ত্রপাতি ক্রয় ও পূর্তকাজ।

৯.৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ আলোচ্য প্রকল্পটি ০৩/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির কোন সংশোধন হয়নি।

৯.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	অবমুক্তি	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	৩৪৩.৫৯	৭৬.৭৫	২৬৬.৮৩	২৬৬.৮৩	৩৪৩.৫৯	৭৬.৭৫	২৬৬.৮৩
২০১২-২০১৩	৬৭৪.৪১	৭৬.৭৫	৫৯৭.৬৬	৫৪৩.৮৮	৬১৮.৮০	৭৬.৭৫	৫৪২.০৫
২০১৩-২০১৪	৩২০.৯৪	৭৬.৭৫	২৪৪.১৯	২২৪.১৯	৩০০.৮৫	৭৬.৭৫	২২৪.০৯
মোট =	১৩৩৮.৯৫	২৩০.২৫	১১০৮.৭০	১০৩৪.৯৩	১২৬৩.২৪	২৩০.২৫	১০৩২.৯৯

৯.৬। <u>মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)</u> t প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং সভার আয়োজন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
জনাব শেখ মিজানুর রহমান উপ-প্রধান বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	০১/০২/২০১২ হতে ২৩/০৪/২০১৪
জনাব হারাধন বণিক উপ-প্রধান বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	২৩/০৪/২০১৪ হতে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত।

১০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১০.১ **প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলায় ১৭০ হেক্টর জমিতে এনরিচমেন্ট প্লান্টেশন এবং ৮.০০ হেক্টর জমিতে এগ্রো ফরেষ্ট্রী সম্পন্ন হয়েছে।

Enrichment Plantation এর মধ্যে যে সব প্রজাতির গাছের চারা পরিচালিত হয়েছে তার মধ্যে আমলকি, হরতুকি, বহেড়া, অর্জুন, গর্জন, গামার উল্লেখযোগ্য। এগ্রো ফরেষ্ট্রি বনায়নের মধ্যে আকাশমনি, চিকরাশী অন্যতম। ২০১১/১২ এবং ২০১২/১৩ অর্থ বছরে সৃজিত এসব গাছের চারার বাগানের ফলে শাল বন সংরক্ষণের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ হচ্ছে।

১০.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় বন বিভাগের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগের ৬০ জন কর্মচারীকে শাল বনের ব্যবস্থাপনার নানা কলা কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মচারীরা জানান, প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর শাল বন পরিচর্যায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০.৩। প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্তে মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পিসিআর'র পৃষ্ঠা ২ এর ৯.২ অনুচ্ছেদে প্রকৃত আর্থিক খরচ দেখানো হয়েছে ১২৫০.৪৪ লক্ষ টাকা। পৃষ্ঠা ৩ এর অনুচ্ছেদ ৫ এ অঙ্গভিত্তিক বিবরণে মোট প্রকৃত বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে ১২২৫.৪৪ লক্ষ টাকা। অপর দিকে পিসিআর'র পৃষ্ঠা ৬ এ প্রকৃত আর্থিক বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে ১২৬৩.২৪ লক্ষ টাকা। এ ধরণের বিভ্রান্তীকর তথ্য প্রদান প্রকল্পের সত্যিকার আর্থিক অগ্রগতি নির্ধারন প্রশ্নবিদ্য করে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য এ ধরণের তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণের পূর্বে যথার্থ যাচাই করে প্রেরণ করা সমীচীন। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক পিসিআর'র এ ভূল তথ্য প্রেরণের জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্টদের দায় দায়িত্ব নিরূপন করে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারে। ভবিষ্যতে নির্বিঘ্নে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিরুপণের নিমিত্তে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বর্ণিত বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হচ্ছে।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
ইনানী রক্ষিত বন এলাকা, সীতাকুন্ড, মিরশরাই ও বাঁশখালী এলাকার বন ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্ণিত এলাকায় বন ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ হচ্ছে।	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়,প্রকল্পের পরিকল্পিত কাজ গুলো বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যমাত্রা ক্রমান্বয়ে অর্জিত হচ্ছে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।
বিদ্যমান বরেন্দ্র এলাকার ধামুইরহাট এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সিংড়া সাল বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।	ধামুইরহাট এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় শাল বন রক্ষিত এবং পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।	
বন এলাকার দরিদ্র জনগণের জীবিকা উন্নয়ন এবং তাদের জন্য কাঠের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা করা।	কাঠের বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা করায় বন সংরক্ষণ হচ্ছে।	
ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা	ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।	

১৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৩.১। প্রকল্পের আর্থিক বিবরণীর ভুল তথ্য প্রেরণঃ

পিসিআর'র পৃষ্ঠা ২ এর ৯.২ অনুচ্ছেদে প্রকৃত আর্থিক খরচ দেখানো হয়েছে ১২৫০.৪৪ লক্ষ টাকা। পৃষ্ঠা ৩ এর অনুচ্ছেদ ৫ এ অঙ্গভিত্তিক বিবরণে মোট প্রকৃত বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে ১২২৫.৪৪ লক্ষ টাকা। অপর দিকে পিসিআর'র পৃষ্ঠা ৬ এ প্রকৃত আর্থিক বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে ১২৬৩.২৪ লক্ষ টাকা। এমতাবস্থায় প্রকল্পটির প্রকৃত আর্থিক বাস্তবায়ন নিরূপন করা সম্ভব হয়নি।

১৩.২ External Audit: প্রকল্পের External Audit সম্পাদন করা হয়নি।

১৩.৩। প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ তৈরীঃ

কর্মচারীকে শাল বনের ব্যবস্থাপনার নানা কলা কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান হলেও তাদের কোন ডাটা বেইজ তৈরী হয়নি। ফলে সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্য সংম্বলিত ডাটা বেইজ না থাকায় এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

১৪। সুপারিশঃ

১৪.১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক আর্থিক বিবরণীর ভূল তথ্য প্রেরণের জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্টদের দায় দায়িত্ব নিরূপন করে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৪.২। প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করতঃ আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৪.৩। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ডাটা বেইজ (নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নং ও ছবিসহ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার website এ সংযোজন করতে হবে;

১৪.৪। ভবিষ্যতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণে সচেষ্ট থাকতে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিতে পারে; এবং

১৪.৫। অনুচ্ছেদ ১৫.১ -১৫.৪ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা IMED কে আগামী ০১ মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

ফেজ আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফেকচারিং অব মিটারড ডোজ ইনহেলার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম t **ফেজ আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফেকচারিং অব মিটারড ডোজ ইনহেলার ইন বাংলাদেশ**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা t পরিবেশ অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় t পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্প এলাকা t সমগ্র বাংলাদেশ

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় t

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মোট জিওবি ইন কাইন্ড বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রঃ সাঃ	সংশোধিত (১ম সংশোধিত) মোট জিওবি ইন কাইন্ড বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রঃ সাঃ		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১২৫.৪৪ ১২.০০ ২২৫.২২ ১৮৮২.২২	২২৪৮.৫৩ ১৮.০০ ২৩২.০৬ ১৯৯৮.৪৭	২২৪৫.২৮ ১৪.৭৫ ২৭১.৩৮ ১৯৫৯.১৫	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	**১১৯.৮৪ (৫.৬৪%)**	**১২ মাস (২০%)**

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** Multilateral Fund (MLF) / UNDP' র প্রকল্প সাহায্যে বাস্তবায়িত।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	প্রকল্প পরিচালক	জন	১	১৮.০০	১ (১০০)	১৮.০০ (১০০)
০২.	আন্তর্জাতিক ভ্রমণ	জন	১০	৪০.০০	১২ (১২০)	৩৯.৬৫ (১০০)
০৩.	বৈদেশিক পরামর্শক	জনমাস	২	১৯.০২	২ (১০০)	১৮.৯০ (১০০)
০৪.	প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট	সংখ্যা	১৫	৯৮০.৫৮	১৫ (১০০)	৯৮০.৫৭ (১০০)
০৫.	যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	৬৬৩.০৩	থোক	৬৬৩.০২ (১০০)
০৬.	অফিস ইকুইমেন্ট	সেট	৩২	৫৮.০০	৩৫ (১০৯)	৫৬.০৩ (৯৭)
০৯.	বিবিধ ব্যয়	থোক	থোক	২২.৭৭	থোক	২২.৩২ (১০০)
০৭.	সিডি/ভ্যাট (সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করা হবে)	থোক	থোক	২৩২.০৬	থোক	২৩২.০৬ (১০০)
০৮.	ইনক্রিমেন্টাল অপারেটিং ব্যয়	সংখ্যা	১০	২১৫.০৭	১০ (১০০)	২১৪.৭৩(১০০)
	মোট =			**২২৪৮.৫৩**	**১০০**	**২২৪৫.২৮ (১০০)**

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ এজমা রোগীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ মিটারড্ ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) তৈরীর উপাদান হিসাবে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি)-১১ ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি)-১২ ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০০৬-২০০৭ সালে এমডিআই তৈরীতে এ উপাদান দুটির ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৭৩.৬০ মেট্রিক টন ও ৭২.০০ মেট্রিক টন। জলবায়ু সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রটোকলের ১৮তম পার্টি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশে এমডিআই প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সিএফসিমুক্ত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানের জন্য মাল্টিল্যাটারাল ফান্ডের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। তা ছাড়া সিএফসি ভিত্তিক এমডিআই প্রস্তুতকারীতে রূপান্তর করা না গেলেও প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশের সিএফসি বরাদ্দ অব্যাহত থাকবে। তবে সে ক্ষেত্রে এমডিআই প্রস্তুতের জন্য যে পরিমাণ অতিরিক্ত সিএফসি ব্যবহার করা হবে তা Compliance এ আনা হবে না। এ প্রেক্ষিতে জুলাই ২০০৭ মন্ট্রিল প্রোটকল মাল্টি-ল্যাটারাল ফান্ড (এমএলএফ) প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ Transition Strategy for the Phase-out of CFCs in the Manufacturing of MDIs Bangladesh (Project Aid: US$ 70,000.00) **এবং** Phase out of CFC consumption in the manufacturing of Metered Dose Inhalers in Bangladesh (Project Aid: US$ 27,76,788.00) শীর্ষক দুটি প্রকল্প উপস্থাপন করলে তা মাল্টি-ল্যাটারাল ফান্ডের নির্বাহী কমিট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মাল্টি ল্যাটারাল ফান্ড প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত সিএফসি -১১ ও সিএফসি-১২ এর মোট ৭৬.৩০ ও ৭২.০০ মেঃ টন ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার লক্ষ্যে সিএফসি নির্ভর মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) তৈরীর পদ্ধতি পরিবর্তন করে হাইড্রো ফ্লোরো এ্যালকেন (এইচএফএ) নির্ভর এমডিআই তৈরী করা।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে বৈদেশিক ও স্থানীয় পরামর্শক সহায়তা প্রদান, প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এমডিতাই প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ইনক্রিমেন্টাল অপারেটিং কষ্ট প্রদান।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ প্রকল্পটি ২৫-০৪-২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২,১২৫.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সুপারিশ মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২,২৪৮.৫৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১১। <u>সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয় পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৭ এর অনুচ্ছেদ ১০ (বি) অনুযায়ী	
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	প্রঃসাঃ
২০০৮-২০০৯	০	০	০			
২০০৯-২০১০	৭৩৩.০০	০	৭৩৩.০০	৭৩২.৫৬	৭৩২.৫৬	৭৩২.৫৬
২০১০-২০১১	৬১৫.০০	০	৬১৫.০০	৬০২.৯২	৬০২.৯২	৬০২.৯২
২০১১-২০১২	১৫.০০	০	১৫.০০	১৪.৯৫	১৪.৯৫	১৪.৯৫
২০১২-২০১৩	২৪০.০০	০	২৪০.০০	২৩৯.৮৯	২৩৯.৮৮	২৩৯.৮৮
২০১৩-১৪	৩৭০.০০	০	৩৭০.০০	৩৬৮.২৫	৩৬৮.৮৪	৩৬৮.৮৪
মোট =	**১৯৭৩.০০**	**০**	**১৯৭৩.০০**	**১৯৫৮.২৫**	**১৯৫৯.১৫**	**১৯৫৯.১৫**

১২। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- DSPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি ও সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব মোঃ শাহজাহান অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	খন্ডকালীন	২০/০১/২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনঃ

১৪.১ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত ১৩/০১/২০১৫ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় পরিবেশ অধিদপ্তরে সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। নথিপত্র পর্যালোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত অন্যতম কাজ ছিল এমডিআই প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নতুন Product Development করার নিমিত্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ইনক্রিমেন্টাল অপারেটিং ব্যয় নির্বাহ করা। এছাড়া বৈদেশিক পরামর্শক দ্বারা Developed Product এর উপর মূল্যায়ন সম্পন্ন করা। এ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কিছু কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

১৪.২ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ

অনুমোদিত টিপিপিতে বিকল্প প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বৈদেশিক ভ্রমণের সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ইউএনডিপির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত ১৫ সদস্যের একটি দল জাপান সফর করেন । সফরে দলটি জাপানের সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থা হতে তাদের এইচসিএফসি-এর বিকল্প প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারনা অর্জন করেন। এছাড়া ১২-১৬ নভেম্বর ২০১২ সময়ে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২৪তম Meeting of the Parties (MOP)-এ সরকারের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৪.৩ বৈদেশিক পরামর্শকঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে একজন বৈদেশিক পরামর্শক দাতা সংস্থা ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োজিত হন। তিনি বেক্সিমকো, স্কয়ার ও একমির প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রদান করেন ।

১৪.৪ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টঃ

প্রকল্প দলিল ও সুবিধাভোগীর এমডিআই প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারের চুক্তি অনুযায়ী, বেক্সিমকো - ১০টি, স্কয়ার - ১০টি, এবং একমি কর্তৃক - ৬টি প্রোডাক্ট ডেভেলপ করা হয়েছে নতুন প্রোডাক্টগুলো বাজারে গ্রাহক পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৪.৫ যন্ত্রপাতিঃ

প্রকল্প দলিল ও সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারের চুক্তি অনুযায়ী বেক্সিমকো, স্কয়ার ও একমি তাদের স্ব স্ব কারখানায় Chlorofluorocarbon (CFC) ভিত্তিক এমডিআই তৈরীর পরিবর্তে হাইড্রো ফ্লোরো এ্যালকেন (এইচএফএ) ভিত্তিক এমডিআই তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করেছে । বর্তমানে সিএফসি ভিত্তিক কোন এমডিআই তৈরী হচ্ছে না।

এইচএফএ ভিত্তিক ইনহেলার উৎপাদনের যন্ত্রপাতি

১৪.৬ অফিস ইকুইপমেন্টঃ

অনুমোদিত টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৩০ সেট কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়পূর্বক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর-এর সদর দপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে।

১৪.৭ সিডি/ভ্যাট (সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করা হবে):

সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির উপর সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সিডি/ ভ্যাট প্রদান করে।

১৪.৮ ইনক্রিমেন্টাল অপারেটিং কষ্টঃ

প্রকল্প দলিল ও সুবিধাভোগীর সাথে সরকারের চুক্তি অনুযায়ী সুবিধাভোগীকে ইনক্রিমেন্টাল অপারেটিং ব্যয় প্রদান করা হয়। এমডিআই প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের আওতায় ইনক্রিমেন্টাল কষ্ট প্রাপ্তির কারণে উৎসাহিত হয়ে নতুন প্রযুক্তি স্থাপন করেন এবং এইচএফএ ভিত্তিক এমডিআই উৎপাদন অব্যাহত রাখেন। ফলে বাজারে এমডিআই-এর মূল্য স্থিতিশীল থাকে।

১৫ | প্রকল্পের প্রভাবঃ

১৫.১ প্রত্যক্ষ প্রভাবঃ এমডিআই প্রস্তুতিতে ঔষধশিল্পে সিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ ফেজ আউট করা হয়েছে। এতে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা পেয়েছে এবং Compliance Status বজায় রয়েছে।

১৫.২ পরোক্ষ প্রভাবঃ প্রকল্পের আওতায় কারিগরি সহায়তায় স্কয়ার, একমি ও বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস দ্বারা এ্যাজমা রোগীদের চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ইনহেলার (CFC Free) উৎপাদন চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের Public Private Partnership কার্যক্রম উৎসাহিত হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

অনুমোদিত	অর্জিত
২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত সিএফসি -১১ ও সিএফসি-১২ এর মোট ৭৬.৩০ ও ৭২.০০ মেঃ টন ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার লক্ষ্যে সিএফসি নির্ভর মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) তৈরীর পদ্ধতি পরিবর্তন করে হাইড্রো ফ্লোরো এ্যালকেন (এইচএফএ) নির্ভর এমডিআই তৈরী করা।	২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত সিএফসি -১১ ও সিএফসি-১২ এর মোট ৭৬.৩০ ও ৭২.০০ মেঃ টন ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার লক্ষ্যে সিএফসি নির্ভর মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) তৈরীর পদ্ধতি পরিবর্তন করে হাইড্রো ফ্লোরো এ্যালকেন (এইচএফএ) নির্ভর এমডিআই তৈরী করা হয়েছে।

১৭। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৭.১ প্রকল্পের মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১৩। কিন্তু Prodoc স্বাক্ষর ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ে প্রায় ১ বছর ৬ মাস বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয়;

১৭.২ যান্ত্রিক কারণে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালে কিছু সংখ্যক স্লো মুভিং প্রোডাক্ট কর্মাশিয়াল প্রোডাকশনে যেতে বিলম্ব হয়। পরবর্তীতে নিজস্ব অর্থায়নে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ Small Mixing Vessel সংগ্রহ করে তাদের স্লো মোভিং ইনহেলার উৎপাদন করে বাজারজাত করে।

১৮। সুপারিশঃ

১৮.১ আন্তর্জাতিক প্রটোকল/কনভেনশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ-কে সচেস্ট হতে হবে;

১৮.২ ঔষধ শিল্পের মতো অন্যান্য সেক্টরেও public private partnership-এর মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করা যেতে পারে;

১৮.৩ প্রকল্পের আওতায় অর্জিত সাফল্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ও Documentary প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

১৮.৪ প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করতঃ আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

কনভার্সন ফ্রম এইচসিএফসি-১৪১বি টু সাইক্লোপেনটেইন টেকনোলজি ইন দি ম্যানুফ্যাকচার অব ইনস্যুলেশন ফোম ইন ডমেস্টিক রেফ্রিজারেটরস এট ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** t **কনভার্সন ফ্রম এইচসিএফসি-১৪১বি টু সাইক্লোপেনটেইন টেকনোলজি ইন দি ম্যানুফ্যাকচার অব ইনস্যুলেশন ফোম ইন ডমেস্টিক রেফ্রিজারেটরস এট ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ**

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** t পরিবেশ অধিদপ্তর

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** t পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্পের এলাকা** t সমগ্র বাংলাদেশ

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** t

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মোট জিওবি ইন কাইন্ড প্রঃ সাঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০২৬.৯২ ৬.০০ ৮০২.২৫ ২১৮.৬৭	১১৮৭.৬৫ ৯.০০ ৯২৫.৬০ ২৫৩.০৫	১১৬৩.১৯ ৯.০০ ৯০১.১৪ ২৫৩.০৫	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	১৩৬.২৭ (১৩.২৭%)	১২ (৫০%)

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** Multilateral Fund (MLF) / UNDP'র প্রকল্প সাহায্যে বাস্তবায়িত।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	প্রকল্প পরিচালক (এনপিডি)	জনমাস	৩৬	৯.০০	৩৬	৯.০০ (১০০)
০২.	বৈদেশিক ভ্রমণ	সংখ্যা	১০	৩০.০০	১১	২৯.৯৫ (১০০)
০৩.	ইনক্রিমেন্টাল অপারেটিং ব্যয়	থোক	-	৯৬.০০	-	৯২.৫২ (৯৬)
০৪.	বৈদেশিক পরামর্শক	জন দিবস	৩০	৯.৬০	৩০	৭.৯৪ (৮৩)
০৫.	স্থানীয় পরামর্শক	জন দিবস	২০	৩.২০	২০	২.৩৮ (৭৪)
০৬.	স্টান্ডার্ড প্রিপারেশন	জনমাস	১২	২০.০০	৯	১২.০০ (৬০)
০৭.	পরিবীক্ষণ ও অন্যান্য	থোক	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৭ (৯৯)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৮.	যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	৭২৩.০০	থোক	৭১৪.৩৪ (৯৯)
০৯.	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২০	৩২.০০	২০	৩১.৭২ (৯৯)
১০.	বিবিধ	থোক	থোক	৮.৮০	থোক	৭.৩২ (৮৩)
১১.	সিডি/ভ্যাট	থোক	থোক	২৫৩.০৫	থোক	২৫৩.০৫ (১০০)
	মোট =			**১১৮৭.৬৫**	**১০০%**	**১১৬৩.১৯ (৯৮%)**

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা, সরেজমিন প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় , টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

৯। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (Ozone Depleting Substance) **হ্রাস করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে স্বাক্ষরিত মন্ট্রিল প্রটোকলে অন্যান্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশও স্বাক্ষরকারী ও সমর্থনকারী একটি দেশ। মন্ট্রিল প্রেটোকল স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক কর্মকান্ড হচ্ছে *২০১০ এর মধ্যে সিএফসি, হ্যালনস এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ২০১৫ এর মধ্যে মিথাইল ক্লোরোফরম এবং ২০৩০ এর মধ্যে এইচসিএফসি র আমদানী ও ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা*। মন্ট্রিল প্রটোকলের অনুসরণে ডিসেম্বর ২০০৯ এর মধ্যে বাংলাদেশে ক্লোরোফ্লরো কার্বন, কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড, মিথাইল ক্লোরোফরম, হ্যালনস্ এবং মিথাইল ব্রোমাইড এর ব্যবহার** Phase out **করা হয়েছে। বর্তমানে হাইড্রোক্লোরোফ্লরো কার্বন** (HCFC) **হচ্ছে একমাত্র ওজোন স্তর ক্ষয়কারী বস্তু, যা** Phase out করতে হবে। **বাংলাদেশে** HCFCs, **রেফ্রিজারেটর এ ইনসুলেশন ফোম প্রস্তুতে এবং এয়ার কন্ডিশনারে রিফ্রিজারেটর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য ফোম প্রস্তুতকরণে** HCFC-141b **এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি** পাচ্ছে। **২০০৭ সালে ৪৫ মেঃ টন** HCFC-141b **ব্যবহৃত হলেও ২০০৯ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০ মেঃ টন হয়। এ প্রেক্ষাপটে** HCFC-141b **এর ব্যবহার** Phase out **করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।**

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশ ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরকারী দেশের অন্যতম দেশ। এ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য HCFC-141b ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান Walton Hi-tech Industries Ltd. এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিফ্রিজারেটর প্রস্তুতের সময় রিফ্রিজারেটরের Body-তে Insulation Foam প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত প্রায় ১৯০.০০ মেঃ টন HCFC-141b গ্যাস এর পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব Cyclopentane ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টেকনিক্যাল সাপোর্ট এবং Incremental Operating Cost প্রদান করা।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হল ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ এ ফোম প্রস্তুতের সময় HCFC-141b এর পরিবর্তে Cyclopentane ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টেননিক্যাল সাপোর্ট এবং Incremental Operating Cost প্রদান করা। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর-এর সদর দপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অফিস ইক্যুইপমেন্ট বিতরণ; এইচসিএফসি-এর বিকল্প প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য একটি গবেষণামূলক স্টাডি পরিচালনা করা; সরকারি ও বেসরকারী বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সমন্বয়ে গঠিত টিমের এইচসিএফসি-এর বিকল্প প্রযুক্তি গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্টাডি ট্যুর পরিচালনা।

১০। অনুমোদন ও সংশোধনঃ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি ১৩-০২-২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১০২৬.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন কাইন্ড-৬.০০, সুফলভোগী প্রতিষ্ঠান ২১৮.৬৭, প্রকল্প সাহায্য-৮০২.২৫) ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় হার পরিবর্তন, এইচসিএফপি –এর বিকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে রিফ্রিজারেন্ট –এর স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জরুরী হয়ে পড়ে। প্রকল্পের অর্থে রিফ্রিজারেন্ট –এর স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের জন্য নতুন খাত অন্তর্ভুক্তি করা হয় । পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের

কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অফিস ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষিতে বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিএসপিইসি) সুপারিশ মোতাবেক ১১৮৭.৬৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন কাইন্ড-৯.০০, সুফলভোগী প্রতিষ্ঠান- ২৫৩.০৫ এবং প্রকল্প সাহায্য ৯২৫.৬০) ব্যয়ে জুলাই ২০১১ **হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৫-১১-২০১১ তারিখে প্রকল্পটি সংশোধন করে অনুমোদন করা হয়।**

১১। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় পিসিআর এর পৃষ্ঠা ৭ এর অনুচ্ছেদ ০.১ (বি) অনুযায়ী	
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	প্রঃ সাঃ
২০১১-২০১২	১১২.০০	-	১১২.০০	১২২.১৪	১২২.১৪
২০১২-২০১৩	৫৬০.০০	-	৫৬০.০০	৫৫১.০০	৫৫১.০০
২০১৩-২০১৪	২৩০.০০	-	২৩০.০০	২২৮.০০	২২৮.০০
মোট =	**৯০২.০০**	**-**	**৯০২.০০**	**৯০১.১৪**	**৯০১.১৪**

প্রকৃত ব্যয় ১১৬৩.১৯ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য- ৯০১.১৪, জিওবি ইন কাইন্ড-৯.০০, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অবদান-২৫৩.০৫ লক্ষ টাকা।

১২। <u>মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):</u> প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- DSPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি ও সরেজমিন প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। **মোঃ শাহজাহান** অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর	খন্ডকালীন	০২/০৪/২০১২ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনঃ

১৪.১ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত ১৩/০১/২০১৫ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় তথা পরিবেশ অধিদপ্তরে সরজমিনে পরিদর্শণ করা হয়। নথিপত্র পর্যালোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত অন্যতম কাজ ছিল Walton Hi-tech Industries Ltd প্রতিষ্ঠানটিকে Hydro chlorofluorocarbon (HCFC) 141b এর পরিবর্তে Cyclopentane ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টেনিক্যাল সাপোর্ট এবং Incremental Operating Cost প্রদান করা। তাছাড়া অন্যান্য সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ-

১৪.২ বৈদেশিক ভ্রমণঃ

অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান থেকে ২৩ -২৬ জুন ২০১৩ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ইউএনডিপির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত ১৫ সদস্যের একটি দল চীনে সফর করেন। সফরে দলটি চীনের সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থা হতে তাদের এইচসিএফসি-এর বিকল্প প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারনা লাভ করেন। এছাড়া ২৪-২৮ জুন ২০১৩ সময়ে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৩৩তম Open Ended Working Group Meeting -এ সরকারের সদস্যের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৪.৩ ইনক্রিমেন্টাল অপারেটিং ব্যয়ঃ

প্রকল্প দলিল ও সুবিধাভোগীর সাথে সরকারের চুক্তি অনুযায়ী সুবিধাভোগীকে ইনক্রিমেন্টাল অপারেটিং ব্যয় হিসাবে ৯২.৫২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১৪.৪ বৈদেশিক পরামর্শকঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিলের উদ্দেশ্যে একজন বৈদেশিক পরামর্শক ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োজিত হন। তিনি প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রদান করেন ।

১৪.৫ স্থানীয় পরামর্শকঃ

প্রকল্পের Safety Audit কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন স্থানীয় পরামর্শক ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োজিত হন। তিনি প্রকল্পের আওতায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ-এর Safety Audit করেন এবং প্রতিবেদন দাখিল করেন ।

১৪.৬ স্টান্ডার্ড প্রিপারেশনঃ

প্রকল্পের আওতায় Study for the Adoption of HCFC Alternatives বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়। UNDP সরাসরি নিয়োগ করে ।

১৪.৭ পরিবীক্ষণ ও অন্যান্যঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, ইউএনডিপি, পরিকল্পনা কমিশন-এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি Project Implementation Committee গঠিত হয়। উক্ত কমিটি সুবিধাভোগীর সাথে সরকারের চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি মাইলফলক মূল্যায়ণপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট মুল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করেন।

১৪.৮ যন্ত্রপাতিঃ

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান তার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করেন।

Picture : Unit-2 Magnetic coupling

Picture : Unit-2 Premixing Exhaust System

Picture : unit-2 premixing station

Picture : Unit-Poly+Pentane Buffer Tank

১৪.৯ অফিস যন্ত্রপাতিঃ

২০টি ফটোকপিয়ার মেশিন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর-এর সদর দপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়।

১৪.১০ সিডি/ভ্যাটঃ

সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির উপর সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সিডি /ভ্যাট প্রদান করেন।

১৪.১১ গবেষণা কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় Study for the Adoption of HCFC Alternatives বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্পের প্রভাবঃ

১৫.১ প্রত্যক্ষ প্রভাবঃ

প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে Walton Hi-tech Industries-এ ব্যবহৃত HCFC-141b-এর পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব Cyclopentane প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হয়। এতে প্রায় ১৯০.০০ মেঃ টন HCFC-141b-এর ব্যবহার হ্রাস পায়। ফলে মন্ট্রিল প্রটোকল এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৩-১৫ এর ফেজ আউট টার্গেট অর্জনে সক্ষম হবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান ।

১৫.২ পরোক্ষ প্রভাবঃ

Walton Hi-tech Industries-এ রিফ্রিজারেটর তৈরির সময় Body Foam তৈরিতে HCFC-141b-এর পরিবর্তে Low GWP & Energy Efficient alternative, Cyclopentage প্রযুক্তি প্রবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান থেকে জানা যায়। ফলে Refrigerator ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে এবং অন্যান্য Refrigerator প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তাদের ইন্ডাস্ট্রিজ-এ অনুরূপ প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

১৬। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৬.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩। কিন্তু Prodoc স্বাক্ষর ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভ ও অর্থছাড়ে প্রায় ০১(এক) বছর বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয়; এবং

১৬.২ Cyclopentane দাহ্য পদার্থ হওয়ায় উক্ত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারখানা শ্রমিক ও টেকনিশিয়ানদের মধ্যে প্রথমে অনিহা প্রকাশ করে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান ও Practical demonstration প্রদান করায় টেকনিশিয়ান ও শ্রমিকরা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত হয় এবং উৎপাদন স্বাভাবিক হয়।

১৭। <u>সুপারিশঃ</u>

১৭.১ ভবিষ্যতে দাতা সংস্থার অনুদানে কোন প্রকল্প গ্রহন করা হলে সে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরকে আরো সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন;

১৭.২ দেশে রেফ্রিজারেটর/এসি প্রস্তুতকারী/আমদানীকারী প্রতিষ্ঠান মালিকদের সম্পৃক্ত করে Public Private Partnership (PPP) এর আদলে কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় অর্জিত সাফল্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

১৭.৪ প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করতঃ আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

রিনিউয়্যাল অব ইনষ্টিটিউশনাল ষ্টেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৬) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** t **রিনিউয়্যাল অব ইনষ্টিটিউশনাল ষ্টেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৬) প্রকল্প**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা t পরিবেশ অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় t পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্প এলাকা t সমগ্র বাংলাদেশ

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** t

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯৭.০০ ৬.০০ ৯১০০	১১৪.৯৫ ৯.০০ ১০৫.৯৫	১১২.৬৭ ৯.০০ ১০৩.৬৭	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	**১৫.৬৭ (১৭%)**	**১২ (১৫০%)**

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি জিওবি (ইন কাইন্ড) ও UNDP (অনুদান) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে জিওবি ৯.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৫.৯৫ লক্ষ টাকা।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট-'ক'**

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ০২ আগষ্ট ওজোন স্তর রক্ষায় গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে এবং পরবর্তীতে উক্ত প্রটোকলের সকল সংশোধনী যথা লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং এ সংশোধনীসমূহ অনুস্বাক্ষর করে। মাঠ পর্যায়ে প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-কে চেয়ারম্যান করে পরিবেশ অধিদপ্তরে "ওজোন সেল" গঠন করা হয়। উক্ত ওজোন সেলের আওতায় মন্ট্রিল প্রটোকল সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আওতায় প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর (ওডিএস) বাৎসরিক আমদানি ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ;

(খ) তথ্য রিপোর্টিং;

(গ) আমদানী ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকারী নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান;

(ঘ) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানীর জন্য লাইসেন্স প্রদান;

(চ) আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালন;

(ছ) নীতি নির্ধারকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন;

(জ) ওডিএস-এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক ভাবে হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান; এবং

(ঝ) ওডিএস সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা ও কর্মশালায় যোগদান ও তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) ২০১১-২০১২ ও ২০১৩ সালের ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমাদানী ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে ডাটা প্রেরণ;

(খ) ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সময়ে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস (১৬ সেপ্টেম্বর) পালন করা;

(গ) লাইসেন্স প্রথার আওতায় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা;

(ঘ) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার মনিটরিং করা;

(ঙ) বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসে ওজোনস্তর ক্ষয় ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম চালানো;

(চ) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান; এবং

(ছ) মন্ট্রিল প্রটোকল ও ওজোনস্তর ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সম্মেলন ও কর্মশালায় যোগদান করা।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

গত ০৯/০৯/২০১১ তারিখে ৯৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ইন কাইন্ড-৬.০০ ও UNDP (অনুদান-৯০.০০) ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে UNDP হতে অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব ও ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আন্তঃখাত সমন্বয় করে ০৫/১১/২০১৩ তারিখে ব্যয় ১১৪.৯৫ (জিওবি ৯.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৫.৯৫) লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ১ (এক) বছর সময় বৃদ্ধিপূর্বক অর্থাৎ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

১১। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ীঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	প্রকৃত ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	৩০.০০	-	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮.৮২	-	২৮.৮২
২০১২-২০১৩	৩৩.০০	-	৩৩.০০		৩২.৯৮	-	৩২.৯৮
২০১৩-২০১৪	৪২.০০	-	৪২.০০		৪১.৮৭	-	৪১.৮৭
মোট =	১০৫.০০		১০৫.০০		১০৩.৬৭	-	১০৩.৬৭

১২। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- DSPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব মোঃ শাহজাহান অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর	খন্ডকালীন	১০/১০/২০১১ হতে সমাপ্ত পর্যন্ত

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য ১৩ /০১/২০১৫ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় পরিবেশ অধিদপ্তরে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে কারিগরী সহায়তা শীর্ষক প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন।

১৪.২। সম্পদ সংগ্রহঃ

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত বরাদ্দের বিপরীতে কম্পিউটার, ফটোকপিয়ারসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ, অবহিতকরণ কার্যক্রম, ওজোন দিবস পালনসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের ওজন সেলের সামর্থ বৃদ্ধিকরণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে পরিদর্শণকালে জানা যায়। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন সময়ে ওজন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার লাইসেন্সিং প্রথার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং যথাসময়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্ত তথ্য ওজোন সচিবালয় ও মাল্টিলেটারেল ফান্ড সচিবালয়সহ দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়। ওজন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যে HCFC Phase-out Management (Plan Stage-1) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা মেনে চলায় Compliance Status বজায় রয়েছে।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
• ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর (ওডিএস) বাৎসরিক আমদানি ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ।	• ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর (ওডিএস) বাৎসরিক আমদানি ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।
• তথ্য রিপোর্টিং।	• ওজোন সচিবালয়সহ (কেনিয়ার নাইরোবি) অন্যান্য সংস্থায় তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।
• আমদানী ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকারী নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান।	• আমদানী ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকারী নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
• ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানীর জন্য লাইসেন্স প্রদান।	• মন্ট্রিল প্রটোকলের বিধি-বিধান মেনে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

পরিকল্পিত	অর্জিত
• আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালন।	• আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস নিয়মিত পালন করা হয়।
• নীতি নির্ধারকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন।	• নীতি নির্ধারকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়।
• ওডিএস-এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক ভাবে হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং	• ওডিএস-এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক ভাবে হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা হয় এবং
• ওডিএস সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা ও কর্মশালায় যোগদান ও তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি।	• ওডিএস সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা ও কর্মশালায় যোগদান ও তথ্য প্রেরণ করা হয়।

১৬। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৬.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪। কিন্তু Prodoc স্বাক্ষর ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভে বিলম্ব ও অর্থছাড়ে প্রায় ৭(সাত) মাস বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয়;

১৬.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ না করায় সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হয়।

১৭। সুপারিশঃ

১৭.১ ভবিষ্যতে দাতা সংস্থার অনুদানে কোন প্রকল্প গ্রহন করা হলে সে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরকে আরো সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন;

১৭.২ প্রকল্পটির যথা শিঘ্র External Audit সম্পাদন করতঃ আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৭.৩ বাংলাদেশে ওজোন স্তর ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবলকে অধিক হারে সম্পৃক্ত করা এবং প্রকল্পের আওতায় এসকল কার্যক্রম দীর্ঘদিন চালু রাখার পরিবর্তে রাজস্ব খাতে কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন; এবং

১৭.৪ ভবিষ্যতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণে সচেষ্ট থাকতে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিতে পারে।